গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ নিউজলেটার

যোগসূত্র

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১১ ॥ আগস্ট ২০০৯

তথ্য হবে আয়ের উৎস

এ যাবৎ কালে গ্রামের তথ্য উৎপাদন বা পরিবেশন এর কাজগুলি করে আসছিল সমাজের অভিজাত শ্রেণী যেমন - NGO, NPO, মিডিয়া (টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র) ইত্যাদি। আর এ তথ্যের মালিকানাও ছিল তাদের হাতে। কোনটিতেই ছিল না দরিদ্র গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণ। গ্রামবাসীর জন্য নিজেদের তথ্যের উৎপাদন ও মালিকানার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে তথ্য প্রযুক্তি। তথ্য বাণিজ্য ও তথ্য সেবার মাধ্যমে তৈরী হতে পারে BoP (Base of the Pyramid) সমাজের দরিদ্রতম অথচ বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান। সে লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ ও জাপানের কিউসু বিশ্ববিদ্যালয় এর তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক যৌথ গবেষণা প্রকল্প গ্লোবাল কমিউনিকেশন সেন্টার (GCC) ফেব্রুয়ারি ২০০৭ এ যাত্রা শুরুর পর থেকে যে সকল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে OVOP (One Village One Portal) প্রকল্পটি অন্যতম।

গ্রামওয়েব
(One Village One Portal, OVOP)

OVOP হাতে নিয়েছে গ্রামবাসীর জন্য (for the villagers), গ্রামবাসীর তৈরি (by the villagers), গ্রামবাসীর (of the villagers) নিজস্ব তথ্য উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টির challange। প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৮৫,০০০ গ্রামের জন্য ৮৫,০০০ ওয়েবসাইট ধারণক্ষম একটি ওয়েব প্লাটফর্ম তৈরি করেছে যা অতি সম্প্রতি গ্রামওয়েব (www.gramweb.net) নামে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। গ্রামের তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনকে সহজতর করার জন্য একটি গ্রাম তথ্য প্রোফাইল (VIP) তৈরি করা হয়েছে যার সাহায্যে গ্রামবাসী নিজেরাই তাদের তথ্যভান্ডার সমৃদ্ধ করতে পারবেন। তথ্য উৎপাদন ও সংগ্রহে সহযোগিতা ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য শুরু হয়েছে International Research Opportunity Program. এর আওতায় এ বছর শতাধিক জাপানী Student Researcher অংশগ্রহণ করছে এবং তাদের সমন্বয়কের দায়িত্বে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছেন জাপানী প্রতিনিধি Atsuyoshi Saisho। প্রাথমিক পর্যায়ে চাঁদপুর জেলার উত্তর মতলব উপজেলার গ্রামসমুহকে নিয়ে কাজ করবে এই Student Researcher গণ। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সম্প্রতি গ্রামওয়েবকে villager-friendly করে তোলার উদ্দেশ্যে এর Visual Communication এর ওপর কাজ করছেন কার্নেগিমেলন বিশ্ববিদ্যালয়, কাতারের বিশেষজ্ঞ Prof. Rosemary Lapka. OVOP কার্যক্রমকে ব্যবসাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

Student Researcher, Japan এর একটি দল ফিল্ডসাইটে গ্রামওয়েব প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করেন

প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম লাভের জন্য
প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রাণঢালা অভিনন্দন

আগস্ট ১২, ২০০৯ এ হোয়াইট হাউসে নোবেল লরিয়েট মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম পরিয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা

গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ এর মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মাননা পদক প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম এ ভূষিত হওয়ায় গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ এর পক্ষ থেকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। উল্লেখ্য, ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে নতুন পথ প্রদর্শক হিসেবে তিনি এই পদক লাভ করেন। ■

E-Health

গ্লোবাল কমিউনিকেশন সেন্টারের E-Health প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রামের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। বর্তমানে দেশের মোবাইল ফোনভিত্তিক Tele-Health সেবাগুলোকে আরো কার্যকরী এবং গ্রামবাসীর উপযোগী করার জন্য GCC কাজ করছে। Tele-Health সার্ভিস ও Urban Mobilized ডাক্তারদের ওপর গত বছরের সার্ভেলব্ধ অভিজ্ঞতা ও পূর্ব নির্মিত নিজস্ব E-Health Software মডেলকে ব্যবহার করে একটি উন্নততর Tele-Health সার্ভিসের Trial Implementation -এর প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

E-Agriculture

E-Agriculture প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো ICT এর মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক Knowledge Dissemination ও কৃষি সেবার মান উন্নয়ন। গত বছর মোবাইল ও ওয়েব প্রযুক্তির সমন্বয়ে কৃষিভিত্তিক Knowledge Dissemination Software মডেল তৈরি করা হয় এবং অর্গানিক ফার্মিং এর ওপর সার্ভেলব্ধ অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে বর্তমানে Trial Implementation -এর প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

E-Passbook KU

গ্রামীণ এবং কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে e-passbook system এর গবেষণার কাজে এবার অংশগ্রহণ করছে জাপানের JETRO এবং SHARP কোম্পানী। E-passbook এ গ্রামীণ ব্যাংকের লেনদেন সার্ভিস ছাড়াও যুক্ত হচ্ছে EHR (Electronic Health Record), যাতে একজন Member এর Health Profile সংরক্ষিত থাকে। ■

গ্রামীণ ব্যাংকার ৫.০ বাস্তবায়ন

মোঃ মাহবুবুর রহমান
যোনাল ম্যানেজার, পাবনা যোন

বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। গ্রামীণ ব্যাংকের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস মহোদয়ের একটি দূরদর্শী পদক্ষেপ ছিল শাখার সামগ্রীক কর্মকাণ্ড কম্পিউটারায়নের উদ্যোগ গ্রহণ। আমরা প্রথমে এটা বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা ম্যানুয়েল লেজার, রেজিষ্টার ছাড়া চলবে। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা হলো শাখার সামগ্রীক কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ কম্পিউটারায়নের মাধ্যমে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে করা সম্ভব হয়েছে। এখন আমরা পাবনা যোনের তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলো থেকে সকল প্রকার সেবা পাচ্ছি। তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য/প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মনিটরিং ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠায় ঋণ ও আমানতের ম্যানুয়াল বন্ধ, অটো ভাউচার, অটো সাপ্তাহিক প্রতিবেদন, অটো প্রভিশনিং, অটো কু-ঋণ ঘোষণা, অটো মাসতামামী এবং অটো ১৫নং ফরমসহ বিভিন্ন সেবা নির্ভুলভাবে দ্রুততম সময়ে পাওয়া যাচ্ছে। আমার যোনের আওতাধীন সকলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হলে কম্পিউটারায়ন ব্যবস্থাকে সকল পর্যায়ে মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বর্তমানে তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসমূহে প্রচলিত গ্রামীণ ব্যাংকার-৪.০ এর সেবাগুলো অব্যাহত রেখে আরও বেশ কিছু অতিরিক্ত সেবা পাওয়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ ভার্সান ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলোতে গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ প্রতিস্থাপন করে ডিজিটাল পাবনা যোন গঠনের লক্ষ্যে আমরা সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ গত ফেব্রুয়ারী '০৯ মাসে মানিকগঞ্জ যোনে গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ ইনষ্টলেশন করে সামগ্রীক কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়। গত ৩৯শ যোনাল ম্যানেজার ও যোনাল অডিট অফিসার সম্মেলনে মানিকগঞ্জ যোনের পক্ষ থেকে এটি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

ঋণ প্রস্তাব কম্পিউটারে অনুমোদন না দেয়া : গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কম্পিউটারে ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করা। সে ক্ষেত্রে ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন না দেয়ায় ঋণ বিতরণ বন্ধ হয়ে কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উপক্রম হয়।

বিপুল পরিমাণ লাল প্রভিশন ব্যয় বৃদ্ধি : গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ বাস্তবায়নের পর বিপুল পরিমাণ লাল প্রভিশন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে লাভ/লোকসানে ব্যাপক পার্থক্যের সৃষ্টি। গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দৈনন্দিন কাজ আপ-টু-ডেট করতে বেশি সময় লাগা এবং ক্রমান্বয়ে কাজ পিছিয়ে যাওয়া।

উল্লেখিত অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনে আমার যোনে গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ বাস্তবায়নের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ি। মনে ভয় এসে যায় যে, গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পাছে না কোন বিপদ ডেকে আনি। তারপরও বিভিন্ন পর্যায় থেকে জানতে পারি যে গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ একটি আপগ্রেড ভার্সান যা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলো থেকে আরও বেশী স্বচ্ছ তথ্য/প্রতিবেদন পাওয়া সহজ

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন মোঃ মাহবুবুর রহমান, যোনাল ম্যানেজার, পাবনা যোন এবং উপস্থিত ছিলেন মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক, নিরীক্ষণ বিভাগ, গ্রামীণ ব্যাংক

হবে। উল্লেখ্য যে, পাবনা যোন শাখা কম্পিউটারায়নের ক্ষেত্রে বরাবরই অগ্রগামী ছিল। আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার হলো **"ডিজিটাল পাবনা যোন গড়বো, মনিটরিং ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে অগ্রগতি নিশ্চিত করবো"**। সে লক্ষ্যেই আমরা গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

বাস্তবায়নের পূর্ব প্রস্তুতি : গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ বাস্তবায়নের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে আমরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছি :

- ঋণ ও আমানতের ব্যালেন্স মিলিকরণ নিশ্চিত করা,
- একই ঋণী নম্বরের আওতায় একাধিক সদস্যের ঋণী নম্বর সঠিক করা,
- বকেয়া সুদ আদায় সাপেক্ষে ঋণ প্রস্তাব করা এবং
- তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের কাজ আপ-টু-ডেট রাখা।

এক্ষেত্রে প্রথম ও চতুর্থ বিষয়দ্বয় আপ-টু-ডেটই ছিল। ফলে ঋণী নম্বর সঠিককরণ এবং বকেয়া সুদ আদায় সাপেক্ষে ঋণ প্রস্তাব করার কর্মসূচি সম্পন্ন করা অনেকটা সহজ হয়েছে।

কর্মশালা : গত ১৯ জুন ২০০৯ তারিখে গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। মহাব্যবস্থাপক, নিরীক্ষণ মহোদয় উপস্থিত থাকায় কর্মশালা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক ও গ্রামীণ কমিউনিকেশানসের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০-এর সুবিধা/ অসুবিধা এবং বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার ফলে গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ বাস্তবায়নের ধারণা পরিষ্কার এবং তা কার্যকরের পথ সুগম হয়।

ইনষ্টলেশন এবং বাস্তবায়ন : জুলাই ২০০৯ মাসের শুরুতে পাবনা যোনের ৩টি এরিয়ায় তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ নিয়ে সামগ্রীক কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করা হয়। গ্রামীণ কমিউনিকেশানস এর চারজন কর্মকর্তা তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসমূহে অবস্থান করে বাস্তবায়নের সামগ্রীক বিষয়গুলো সু-সম্পন্ন করেন।

বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিস্থিতি : গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ বাস্তবায়ন নিয়ে আমাদের মনে যে ভয় ও দুশ্চিন্তা ছিল, বাস্তবায়নের পর তা একেবারেই দূর হয়ে গেছে। গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ ব্যবহারের ফলে সপ্তাহ শেষে অটো সাপ্তাহিক প্রতিবেদন বের করা সম্ভব হচ্ছে। কম্পিউটারায়িত সিষ্টেম দিয়ে ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনসহ ঋণ বিতরণ করা যাচ্ছে। নিয়মিত কাজের পাশাপাশি স্থায়ী সম্পত্তি, প্রিন্টিং ষ্টেশনারী, কর্মী অগ্রিম, বেতন ও অসদস্য আমানতকারীদের চেকবই সংক্রান্ত তথ্যগুলো সংরক্ষণ করার কাজও সম্ভব হচ্ছে।

কিছু সমস্যা : গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ সফটওয়্যার ব্যবহার করতে গিয়ে নিম্নে উপস্থাপিত সামান্য কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে/হচ্ছি :

- স্থায়ী আমানত, মাসিক মুনাফা ও ৭ বছরে দ্বিগুণ আমানতকারী মেয়াদপূর্তির আগে আমানতকারী হিসাব বন্ধ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট মাসের সুদ চার্জ স্বয়ংক্রিয়ভাবে না হওয়া।
- বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়ের মাসিক মুনাফার টাকা মাস শেষে সংশ্লিষ্ট আমানতকারীর ব্যক্তিগত হিসাবে ট্রান্সফার না হওয়া।

আমরা আশা করছি দ্রুততম সময়ের মধ্যে এসব সমস্যার সমাধান গ্রামীণ কমিউনিকেশানসের কাছ থেকে পাওয়া যাবে এবং গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ সফটওয়্যার দিয়ে সাবলীল গতিতে যাবতীয় কাজ করা সম্ভব হবে।

গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ এর মাধ্যমে অনিয়ম প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে। যেমন : ঋণ প্রস্তাব ও বিতরণে অনিয়ম, ব্যালেন্স গড়মিল এবং অসদস্য আমানতকারীদের চেকবই তথ্য সিষ্টেমে সংরক্ষণ ছাড়া টাকা উত্তোলন না করতে পারা। সর্বোপরি গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ কাজকর্মে বিভিন্ন অনিয়ম প্রতিরোধে Safe Gaurd হিসেবে কাজ করবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল পাবনা যোন গঠনে আমরা সফল হবো এবং ডিজিটাল গ্রামীণ ব্যাংক গঠনে গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ■

তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের কর্মশালা

Refreshers Training & Workshop এ তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্তদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন নাজনীন সুলতানা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্

তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্তদের রিফ্রেসার্স ট্রেনিং এর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গত ২৬-২৮ জুলাই জামালপুর, যশোর, হবিগঞ্জ ও সিলেট এবং ১৬-১৮ আগস্ট ২০০৯ গাইবান্ধা, শেরপুর, ময়মনসিংহ ও সুনামগঞ্জ জোনের আওতাধীন ৫৩ টি তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্তদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ অংশগ্রহণকারীদেরকে ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন এবং নিজেদেরকে আরো যোগ্য করে গড়ে তোলার আহবান জানান। গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন ও অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। ■

চিলমারীতে সেমিনার ও সার্টিফিকেট বিতরণী

চিলমারীর মংগা পীড়িত দরিদ্র মানুষের জন্য তথ্য প্রযুক্তি সেবা প্রদান—এ বিষয়ক শিক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ এর প্রকল্প **"চিলমারী উন্নয়ন তথ্য কেন্দ্র"** গত জুন ২০০৬ হতে কার্যক্রম শুরু করে। গ্রামীণ ব্যাংকের যে সকল সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পগুলো চিলমারীতে কাজ করছে তার মধ্যে চিলমারী উন্নয়ন তথ্য কেন্দ্র অন্যতম। প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বেকার যুবকদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন সেবা প্রদান করা। এর অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ই-মেইল সার্ভিস, কম্পিউটার কম্পোজ, ছবি স্ক্যানিং, দলিল প্রিন্টিং, ডিজিটাল স্টুডিওর মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছবি প্রদানসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১১০ জনকে স্বল্পমূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫ জন মংগাপীড়িত পরিবারের সদস্যকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গত ২ জুলাই ২০০৯ তারিখে আইটির গুরুত্ব বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারে গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ এর প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প প্রধান জনাব মোঃ আতাউর রহমান প্রশিক্ষণ সমাপনকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। এ সেমিনারে তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব ও দৈনন্দিন জীবনে এ প্রযুক্তি কিভাবে সুফল বয়ে আনতে পারে তা খোলামেলা আলোচনা করা হয়। এই সেমিনারে ৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীরা তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও মতামত দেন। গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ এর এ কার্যক্রমের সুবিধা যাতে চিলমারীর মংগাপীড়িত পরিবারের সদস্যের ছেলে মেয়েরা পর্যায়ক্রমে পায় এবং প্রশিক্ষণ ফিস ছাড়া অথবা নামমাত্র ফিসে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারেন সে বিষয়ে গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ■

সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প প্রধান আতাউর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

ঋণীভিত্তিক ব্যালেন্স গড়মিল নিরসন জটিল কোন সমস্যা নয়

মোঃ মাহাবুব হোসেন
ম্যানেজার ও যোন ইন-চার্জ
গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্

খতিয়ানে ভুল ঋণীতে বিতরণ ও আদায় অপারেটর কর্তৃক ভুল ঋণীতে ডাটা এন্ট্রি ইত্যাদি ঋণীভিত্তিক ব্যালেন্স গড়মিলের মূল কারণ। এ সমস্যাকে এখন গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বড় সমস্যা বলে মনে করছেন। এ সমস্যা নিয়ে বসে না থেকে খুব সহজেই নিম্নোক্তভাবে এই জটিল সমস্যার সমাধান করা যায়।

- যে সব ঋণীর ব্যালেন্স গড়মিল আছে প্রথমে তা নিশ্চিত হয়ে তালিকা তৈরী করা।
- এসব ঋণীর পাশবই শাখায় নিয়ে আসা।
- ভারপ্রাপ্ত যোন সুপারভাইজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কম্পিউটার অপারেটরকে ল্যাপটপসহ শাখায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা।
- যে তারিখ হতে ঋণীর কম্পিউটারের ব্যালেন্স পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেই তারিখের পর কালেকশান শীট, Fully Repaid, ঋণ সমন্বয় এর তালিকা দেখে ম্যানুয়াল লেজার তৈরী করা।
- কম্পিউটারের লেজারের সাথে হিসাব মেলানো। এক্ষেত্রে যে সব তারিখে পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে সে সব তারিখে ম্যানুয়াল এর সাথে কম্পিউটার এর লেজার যাচাই করে সঠিক তথ্য উদঘাটন করা।
- সংশোধনের প্রয়োজন থাকলে তার প্রক্রিয়া কি হবে তা নির্ধারণ করা।
- ঋণীদের সকলের তথ্য বের করা, প্রয়োজনে ভাউচার কারেকশান স্লীপের মাধ্যমে তা সংশোধন করা এবং অনিয়মতান্ত্রিক ভাউচার রিভার্স করা।

আশাকরি এ পদ্ধতি ঋণীভিত্তিক ব্যালেন্স গড়মিল নিরসনের ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক হবে। ■

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্যাকেজ ঃ বক্স পিসি

বক্স পিসি

তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বিগত কয়েক বছর ধরে High Power Long Backup UPS ব্যবহার হচ্ছে। ১টি HPLBU, ৩/৪টি Laptop Box CPU এবং LCD Monitor সমন্বয়ে এ সিস্টেম তৈরী করা হয়েছে। যার মূল্য ১,৬০,০০০ টাকা। নতুন উদ্ভাবনকৃত এ সিস্টেম দিয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালানো সম্ভব হবে। ■

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী নতুন প্যাকেজ ঃ বক্স পিসি পর্যবেক্ষণ করেন মোঃ শাহজাহান, মহাব্যবস্থাপক, হিসাব, অর্থসংস্থান ও মূল্যায়ন, ঊর্ধ্বে ফুলকুসুম, বিভাগ প্রধান, অর্থসংস্থান ও মূল্যায়ন, নাজনীন সুলতানা, ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

কেন্দ্র কালেকশনে ছোট্ট কম্পিউটার

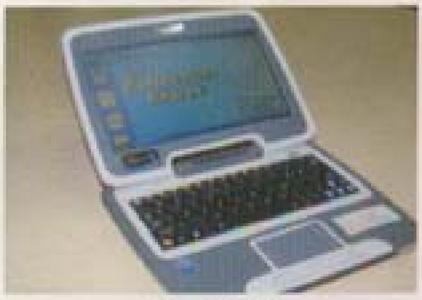

ক্লাসমেট পিসি

নতুন নতুন প্রযুক্তি অন্বেষণ ও তার প্রয়োগে গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ সব সময় অগ্রগামী। এরই ধারাবাহিকতা হচ্ছে "ক্লাসমেট পিসি পাইলট প্রকল্প"। অর্থাৎ শাখা কম্পিউটারায়নের আরও এক ধাপ অগ্রগতি। বিগত যোনাল ম্যানেজার ও অডিট অফিসার সম্মেলনে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ও নোবেল লরিয়েট মুহাম্মদ ইউনূসের পরামর্শ মোতাবেক তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র থেকে প্রিন্টকৃত কালেকশান শীটের পরিবর্তে ClassMate PC এর সাহায্যে কেন্দ্র থেকে সাপ্তাহিক কিস্তি আনা শুরু হয়েছে। এতে কেন্দ্রে বসেই ডাটা এন্ট্রি শেষ করে সাথে সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এরিয়া অফিস ও প্রধান কার্যালয়ের মধ্যে ডাটা আদান-প্রদান পরীক্ষামূলকভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ■

রুরাল আইসিটি সংবাদ

গ্রামীণ ICT Center নহাটা

গত ১২ জুলাই ২০০৯ তারিখে নহাটা এর NUHA (Nohata University of Healthcare and Agricultural Technology, Proposed) Campus এ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি অত্যাধুনিক ICT LAB এর উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নহাটা প্রজেক্ট এর Project Co-ordinator অধ্যাপক মান্নান মৃধা, নহাটা মাগুরার স্থানীয় এম.পি. মহোদয়সহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ICT LAB টি আশেপাশের গ্রামের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কর্মী এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর-পেশার মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। উন্নত প্রযুক্তির ৩০টি কম্পিউটার, Multimedia Projector ও আরও অন্যান্য উপকরণসহ ICT LAB টিকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। Health Workers, Technicians এবং Physicians দের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত LAB টিতে কিছু আধুনিক Medical Equipment স্থাপনের মাধ্যমে একটি Medical Corner তৈরী করা হয়েছে এবং তাঁদের ব্যবহারের সুবিধার্থে একটি Science LAB-ও স্থাপন করা হয়েছে। নতুন LAB টির পাশে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট আবাসনের ব্যবস্থা এবং খাবারের জন্য একটি সুসজ্জিত ডাইনিং Space সহ একটি আধুনিক Dormitory-র ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন এই ICT LAB এ মাগুরাসহ আশেপাশের জেলা এবং দূর-দূরান্ত থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা আধুনিক এই Dormitory ব্যবহার করে Grameen ICT LAB থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। গত জুন ২০০৯ মাসে KTH, Sweden এর নিজস্ব Server এ স্থাপিত Video Conference সার্ভিসের মাধ্যমে গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ এবং KTH, Sweden এর মধ্যে একটি সফল Video Conference করা হয়। উক্ত Video Conference এর মাধ্যমে একটি LAB কে Connect করে Distance Learning সিস্টেম চালু করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে KTH, Sweden উক্ত Conference সিস্টেমটি Grameen ICT Project কে বিনামূল্যে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে Grameen ICT Center প্রযুক্তিগত দিক হতে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। ■

মাইক্রোক্রেডিট সিস্টেম এখন গ্রামীণ আমেরিকায়

অতি সম্প্রতি গ্রামীণ আমেরিকার প্রধান নির্বাহী গ্রামীণ ব্যাংকে সফর করেন। তিনি তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসহ শাখা কম্পিউটারায়ন কর্মকাণ্ড দেখে তা নিজেরা ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সে প্রেক্ষিতে নতুন আঙ্গিকে তৈরিকৃত গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ তাঁদের চাহিদা মোতাবেক customized করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে ২টি শাখায় গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ নিয়ে এ কার্যক্রম চলছে। সফটওয়্যার ব্যবহার করতে যেসব সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে সেগুলোর online support এর মাধ্যমে সমাধান দেয়া হচ্ছে। গ্রামীণ আমেরিকার জন্য একটি পৃথক Web Server এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শাখার তথ্য তাদের অফিসে (গ্রামীণ আমেরিকা) বসেই (Remote Desktop) গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ এর মাধ্যমে এন্ট্রি করতে পারছে। ■

সম্পাদক ঃ **নাজনীন সুলতানা** ঃ গ্রামীণ কমিউনিকেশনস, গ্রামীণ ব্যাংক ভবন (৯ম তলা), মিরপুর-২, ঢাকা -১২১৬ কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশিত
ফোন (পিএবিএক্স) ঃ ৮০২১০৫০-১, ফ্যাক্স ঃ ৯০০৫৩৫০, ই-মেইল ঃ gc@grameen.com